গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

জাতীয় পাট দিবস ২০১৯

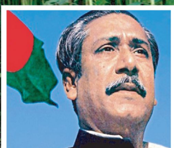

'সোনালি আঁশের সোনার দেশ জাতির পিতার বাংলাদেশ'

“বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারেই দেশের সমৃদ্ধি”

জাতীয় পাট দিবস ২০১৯ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র
২২ ফাল্গুন ১৪২৫, ০৬ মার্চ ২০১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২২ ফাল্গুন ১৪২৫
০৬ মার্চ ২০১৯

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৯' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পাটের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে মানানসই পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে যেমন গুরুত্বের দাবিদার, তেমনি বিশ্ব বাজারেও এটি একটি অনন্য পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পাটকলসমূহের আধুনিকায়নসহ পাটখাতের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যে “পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০” এবং “পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা,২০১৩” কার্যকর করা হয়েছে। পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণের জন্য পাট পাতা থেকে পানীয়, পাটের আঁশ থেকে ভিসকস ও পচনশীল পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ, জিও জুট টেক্সটাইল, পাটকাঠি থেকে চারকোলসহ ২৮০ প্রকারের পাটজাত পণ্য উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাটের জীবনরহস্য উদঘাটনসহ পাটের বহুমুখী ব্যবহারে সরকারের এ সকল উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাটশিল্প বিকাশের স্বার্থে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। এতে পাট চাষিদের পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও পাটখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধি লাভ করবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস ২০১৯' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৬ মার্চ দেশব্যাপি তৃতীয় বারের মত “জাতীয় পাট দিবস-২০১৯” উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে । এ আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমগ্র দেশে ও বিশ্বে মর্যাদার সাথে তুলে ধরবে।

পাট বাংলাদেশের সোনালি আঁশ। বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিসহ বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে পাটখাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। পাট চাষের উন্নয়ন, প্রসার, গবেষণা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, পাটচাষের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণা, উদ্ভাবন, উৎপাদন, পাটচাষিদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, পাটের গবেষণা, পাটচাষ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা, পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, পাট ও পাট পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও পুরস্কার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য 'পাট আইন-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯ (উনিশ) টি পণ্য মোড়কীকরণে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০' ও 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা,২০১৩' পাট অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কার্যকর করা হয়েছে। ফলে পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় পাটের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে । আমি আশা করি, বাংলাদেশের কৃষক তাদের উৎপাদিত সোনালি আঁশ বিক্রি করে ন্যায্য মূল্য পাবেন ।

বর্তমান সরকারের বন্ধ কলকারখানা চালুকরণ নীতির আওতায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা বিজেএমসি'র খালিশপুর জুট মিলস্ লি., জাতীয় জুট মিলস্ লি., দৌলতপুর জুট মিলস্ লি., কর্ণফুলী জুট মিলস্ লি. এবং ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরি চালু করা হয়েছে। এতে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। চীনের সহায়তায় বিজেএমসি'র পাটকলগুলো বিএমআরইকরণের প্রচেষ্টা চলছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-কে লোকসানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পাটকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এ ২৮০ প্রকার পাটপণ্যের স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যবহার বহুমুখীকরণ ও উচ্চমূল্য সংযোজিত পাটপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাট থেকে অসীম সম্ভাবনাময় চারকোল, কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল, পাট পাতার কোমল পানীয়, নদীভাঙ্গন রোধে পরিবেশবান্ধব জুট জিও টেক্সটাইল, পলিথিনের বিকল্প পাটের শপিং ব্যাগ (সোনালি ব্যাগ) সহ নতুন নতুন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে, 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৯' আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

গোলাম দস্তগীর গাজী,এমপি

ভারপ্রাপ্ত সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ ফাল্গুন ১৪২৫
০৬ মার্চ ২০১৯

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে “সোনালি আঁশের সোনার দেশ, জাতির পিতার বাংলাদেশ” শ্লোগান নিয়ে ৬ মার্চ, ২০১৯ খ্রিঃ 'জাতীয় পাট দিবস' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। বর্তমান কৃষকবান্ধব সরকার পাট চাষিদের ও পাটখাতের গুরুত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ যুগান্তকারী ঘোষণা এবং প্রতিবছর জাতীয় পাট দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বৎসর পাট দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় “বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারেই দেশের সমৃদ্ধি”। পাট দিবসে নানাবিদ কর্মসূচী ও দিক নির্দেশনা প্রাপ্তির মাধ্যমে সোনালি আঁশের বহুমুখী ব্যবহার বিশ্বময় সম্প্রসারিত হচ্ছে। পাট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গড়ে উঠা বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহ উদ্দীপনা গৌরবময় ইতিহাসের অংশ। বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্যে পাটের অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

বর্তমান সরকার পাটখাতের উন্নয়নে সময়োপযোগী নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পাট আইন,২০১৭', 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০', 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধি,২০১৩' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে পাটের ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাঁচা পাট উৎপাদন ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষকগণ পাটের ন্যায্য মুল্য পাচ্ছেন।

পাট শুধু অর্থকরী ফসলই নয়, পাটের পঁচা পাতা প্রচুর জৈব পদার্থ যোগ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। আধুনিক বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উন্নতমানের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে জুট ডাইভারসিফিকেশন সেন্টার (জেডিপিসি) কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ও দৃষ্টিনন্দন এই পাটপণ্যগুলো বিশ্বমাত করছে । পাট পাতা থেকে পানীয় (চা), পাটের আঁশ থেকে ভিসকস ও সোনালি ব্যাগ, জিও-জুট-টেক্সটাইল, পাটকাঠি থেকে চারকোলসহ ২৮০ প্রকারের পাটের বহুমুখী পণ্য উদ্ভাবনের ফলে পাটের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হচ্ছে এবং সোনালি আঁশ তার ঐতিহ্য ফিরে পেতে শুরু করেছে। সরকারের এসব বাস্তবমুখী কার্যকর উদ্যোগের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাট আবার বাংলাদেশের ব্রান্ড অ্যামবেসেডরের ভূমিকা রাখছে।

আমি, জাতীয় পাট দিবস-২০১৯ এর সার্বিক সফলতা কামনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোঃ মিজানুর রহমান

বিজেএমসিঃ জাতীয় অর্থনীতিতে তার অবদান

শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম, এনডিসি
চেয়ারম্যান, বিজেএমসি

পাট এবং পাটশিল্পের সংগে রয়েছে বাংলাদেশের গণমানুষের নাড়ির সম্পর্ক। একসময় পাটশিল্প ছিল আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি। এর সংগে বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও রাজনীতিও জড়িত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তির সনদ 'ছয় দফার' একটিতে বাংলাদেশের দেশীয় কৃষিজ পণ্য (পাট) চাষিগণের ন্যায্য অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। তাই পাটের সংগে আমাদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-ই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান যা ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- P.O-27 (The Bangladesh Industrial Enterprises Nationalization Order, ১৯৭২) অনুযায়ী গঠিত হয়। ধীরে ধীরে ঐতিহ্যবাহী পাটশিল্পের গৌরব ও ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে শুরু করে। বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলের সংখ্যা ৮২ থেকে হ্রাস পেতে থাকে। জাতীয় জিডিপি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই শিল্পের অবদান হ্রাস পেতে শুরু করে। কিন্তু তারপরও এই শিল্প দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানেও পাটশিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে বিজেএমসি'র মিলগুলোতে প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) জনবল এবং বেসরকারি পাটকলগুলোতে প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) জনবল কর্মরত আছে। পুরাতন মেশিনের কারণে সরকারি পাটকলগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫০% কমে যাওয়ার পরও এই শিল্পে প্রায় চার কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী কদর বাড়ছে পাটের। ইতোমধ্যে জার্মানি, ফ্রান্স, পর্তুগাল প্রভৃতি পরিবেশ সচেতন ইউরোপীয় দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বাড়িয়েছে এবং কৃত্রিম তন্তুকে নিষিদ্ধ করছে । ফলে পাটের ব্যবহার দিনকে দিন বেড়েই চলেছে, ফলে বেড়েছে পাটের। আর শুধু পাট কেন পাটকাঠি বা পাটের সোলাও আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন পণ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পাটকাঠি থেকে জ্বালানি হিসেবে চারকোল ও এর গুঁড়া থেকে ফটোকপিয়ার মেশিনের কালি তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া পাটকাঠি থেকে মণ্ড ও কাগজ তৈরিরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব পেলে এ শিল্পই হতে পারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি।

এক নজরে বিজেএমসি'র বর্তমান অবস্থা

* বর্তমানে বিজেএমসি'র সর্বমোট মিলের সংখ্যা ৩২টি। এর মধ্যে চালু জুট মিল আছে ২২টি, চালু ননজুট মিল আছে ৩টি এবং মামলাজনিত কারণে ১টি মিল বন্ধ আছে। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি ০৬ (ছয়)টি মিল পুনঃ গ্রহণ করা হয়েছে।
* বিজেএমসি'র উৎপাদিত পাটপণ্য হল হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি, ইয়ার্ণ এবং অন্যান্য বহুমুখী পণ্য যেমনঃ জিওজুট, ব্ল্যাংকেট, পাটের ক্যালেন্ডার, ম্যাট, টেপ, বিভিন্ন প্রকারের ফেন্সি ব্যাগ ইত্যাদি।
* বিজেএমসি'র উৎপাদিত নন-জুট পণ্য হল স্ট্রবোর্ড, পেপার টিউব, জুট প্লাস্টিক সামগ্রী এবং পাটশিল্পে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ।
* বিজেএমসি'র বাজেটেড তাঁত সংখ্যা ৭৭২৯টি, এর মধ্যে চালু তাঁত ৫৭৪১টি (৩১-০১-২০১৮ পর্যন্ত)।
* বর্তমানে বিজেএমসি'র কর্মকর্তা, কর্মচারি, শিক্ষক ও শ্রমিকসহ সর্বমোট জনবল প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) জনবল কর্মরত আছে (৩১-০১-২০১৯ পর্যন্ত)।
* ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি পাটক্রয় করেছে ১৩.৪০ লক্ষ কুইন্টাল, যার মোট মূল্য প্রায় ৫৮০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪.০৭ লক্ষ কুইন্টাল, যার মোট মূল্য প্রায় ১৮৬.৩৯ কোটি টাকা (২৯শে জানুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত)।
* ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি'র উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮৬৯৫৯ মেঃটন যার বিপরীতে ১,৩৩,৩৮৩ মেঃটন পাটপণ্য উৎপাদন করেছে এবং অর্জিত হার ৭১.৩৪%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট উৎপাদন ১,৮৬,৯৬৬ মেঃটন এর বিপরীতে উৎপাদন হয় ৪১,৬৯২ মেঃটন (জুলাই-ডিসেম্বর-১৮) এবং অর্জিত হার ২২.৩০%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাটের অভাবে উৎপাদন কম হয়।
* ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি'র রপ্তানি'র পরিমাণ ৮৬৭৪৪.৬৩ মেঃটন যার মূল্য প্রায় ৮২৮.০৩ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিজেএমসি'র রপ্তানি'র পরিমাণ ১৩৬৫০.০৩ মেঃটন যার মূল্য প্রায় ১৩৯.২৩ কোটি টাকা (৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)।
* ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি'র স্থানীয় বিক্রয়ের পরিমাণ ২৪৬১৬.৫৩ মেঃটন যার মূল্য প্রায় ৩১৫.১৪ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিজেএমসি'র স্থানীয় বিক্রয়ের পরিমাণ ১২৯৯০.৪৯ মেঃটন যার মূল্য প্রায় ১৪৩.৯৭ কোটি টাকা (৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)।
* ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভ্যাট এবং ট্যাক্স বাবদ প্রায় ১৭.৬২ কোটি টাকা বিজেএমসি হতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়, যা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে।
* ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আয় প্রায় ১১৬২.৮০ কোটি টাকা এবং ব্যয় প্রায় ১৬২৯.০২ কোটি টাকা, ঘাটতি প্রায় ৪৬৬.২২ কোটি টাকা।
* ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিজেএমসি উৎপাদন, কম্পিউটার এবং আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর মোট ১২১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
* বিজেএমসি **'কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR)'**/সামাজিক দায়বদ্ধতা এর অংশ হিসেবে ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩টি নিম্ন মাধ্যমিক এবং ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়), ২৩টি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, ৫৮টি মসজিদ, ০৮টি মাদ্রাসা/মক্তব, ০৪টি ঈদগাহ, ১০টি এ্যাথলেটিক টিম এবং ০১টি ফুটবল টিম রয়েছে।
* সামাজিক দায়বদ্ধতা বাবদ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ৮.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

পাঁচ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে বিজেএমসি নানাবিধ বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। প্রণয়ন করেছে ২০১৮-২৩ সাল পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা, যেখানে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী তিনটি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত ০৩টি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং পাট পাতা হতে পানীয় ও পাট হতে সোনালি ব্যাগ এর পরীক্ষামূলক উৎপাদন অব্যাহত আছে।

উপসংহার ঃ বিজেএমসি'র বর্তমান সংকট উত্তরণের চ্যালেঞ্জ অনেক যেমন- মজুরী কমিশন বাস্তবায়ন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচ্যুইটি বাবদ সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করা, পাটকলসমূহ আধুনিকীকরণ, পাটজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ, উদ্ভাবনীর মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্য সংযোজন, বেসরকারি পাটকলসমূহের সংগে সুষম প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি, উৎপাদন ব্যবস্থা ট্রেড ভিত্তিক করা ও সক্ষমতা অনুসারে সুষমভাবে শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমঘন উৎপাদন ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করে প্রযুক্তি ভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা, ক্রয় ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে digital প্রযুক্তির প্রয়োগ, শ্রমিকগণের সকল ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নপূর্বক বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন ঐতিহ্যবাহী সর্ববৃহৎ করপোরেশন বিজেএমসিকে Break Even Point- এ আনয়নের জন্য জরুরী পদক্ষেপ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে প্রণীত প্রকল্পসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং বকেয়াসমূহ পরিশোধের বিষয়ে সরকারের সু-দৃষ্টি প্রয়োজন যা বিজেএমসি'র স্বাবলম্বী হওয়ার পথ সুগম করবে এবং বাংলার সোনালি আঁশ-পাট তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ : সম্ভাবনাময় পাটখাত

মোঃ শামছুল আলম
মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের পাটের মান উর্বর পলিমাটি আর অনুকূল জলবায়ুর কারণে বিশ্ব সেরা। একসময় এ পাট-ই ছিল কৃষকের অর্থ-উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচে' বড় উৎস। তাই আবহমান কাল থেকেই এদেশের চাষিরা বংশ পরমপরায় পাটচাষ করে আসছেন। পাটের সাথে রয়েছে এদেশের মানুষের আবেগের সম্পর্ক, সোনালি ঐতিহ্য আর মহান স্বাধীনতার এক নিবিড় যোগসূত্র। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ায় সোনালি আঁশ পাটের 'সোনালি অধ্যায়' আজ আর স্বপ্ন নয়। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সময়োপযোগি ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত আজ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এক অন্যতম অনুষঙ্গ। ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৬ মার্চকে জাতীয় পাট দিবস ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটেই 'সোনালি আঁশের সোনার দেশ, জাতির পিতার বাংলাদেশ'- শ্লোগানে ৬ মার্চ তৃতীয় বারের মতো জাতীয় পাট দিবস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে পাটের সোনালি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ, পাট-পাটবীজ ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে এ দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম।

আশির দশকে পাটের বিকল্প হিসেবে পলিথিনসহ বিভিন্ন সিনথেটিক পণ্যের প্রচলনের ফলে স্থানীয় বাজারে পাটের কদর কমতে থাকে। সে কারণে একদিকে ফসলের বহুমুখীকরণ এবং অন্যদিকে পাটের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে চাষিরা বিকল্প ফসল চাষে সচেষ্ট হয়। এছাড়াও পাটের বিষয়ে বিভিন্ন নেতিবাচক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত তার সোনালি ঐতিহ্য হারাতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে পাটের পুণরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের বিষয়ে অঙ্গীকার করে এবং ক্ষমতায় এসে সরকার পাট-বান্ধব নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার ধারাবাহিকতায় পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন এবং এ খাতের রপ্তানির পরিমান ও রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

সারণী- ১ : কাঁচাপাটের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	মোট রপ্তানী (লক্ষ বেল)	রপ্তানী আয় (কোটি টাকায়)
২০১৩-১৪	৬৭.৮৫	৯.৮৪	৭০৬.০৫
২০১৪-১৫	৭৫.০৫	১০.০১	৮১৬.৭৪
২০১৫-১৬	৮৫.০০	১১.৭৪	১০৫৪.৪০
২০১৬-১৭	৮৮.৮৯	১৬.৩৯	১৩৪২.৭২
২০১৭-১৮	৯১.৯৯	১৩.৭৯	১২৯৪.৬৫

সারণী- ২ : পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	মোট রপ্তানী (লক্ষ বেল)	রপ্তানী আয় (কোটি টাকায়)
২০১৩-১৪	৯.৮৩	৮.০৮	৫২২৪.২১
২০১৪-১৫	৮.৬৫	৮.১৮	৫৬০২.১৬
২০১৫-১৬	৯.৬৩	৮.২৫	৬২৪.০০
২০১৬-১৭	৯.৮৩	৮.০৪	৬৪৩০.৬০
২০১৭-১৮	১০.২৯	৮.২৭	৬৮০১.৫৬

পরিবেশ দূষণ রোধ ও পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ ও এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে। দেশব্যাপী জেলা প্রশাসনের সহায়তায় পাট অধিদপ্তর এ আইনের আওতায় নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছে। এ আইন ও বিধিমালার আওতায় **ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আদা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া, পোলট্রি ও ফিসফিডসহ** এ পর্যন্ত ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইনের বিধান অমান্যকারীর শাস্তি অনধিক এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড। এ পর্যন্ত ৪,৫৫৬টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পলিথিনসহ বিভিন্ন সিনথেটিক ব্যাগ ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস পাওয়ায় পরিবেশের মারাত্মক দূষণ প্রশমিত হচ্ছে। এ আইনের শতভাগ বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী, প্রশাসন, পুলিশ, মিডিয়া, সুশীলসমাজ ও জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও সরকার মানসম্মত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের আওতায় **'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ'** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৬৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি দেশের ৪৬টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে 'জেলা কমিটি' এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে গঠিত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিকভাবে গুণগত মানসম্মত পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

পাট একটি পরিবেশ বান্ধব ফসল এবং পরিবেশ রক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাট ও পাটপণ্য ব্যবহারে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। পাট উচ্চমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে গ্রিন-হাউজ গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। এক গবেষণায় জানা যায়, ১ হেক্টর জমির পাট ১০০ দিনে বাতাস থেকে ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম; অন্যদিকে একই সময়ে প্রতি হেক্টর জমির পাট বায়ু মণ্ডলে ১০.৬৬ টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে এ সুন্দর পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সহায়তা করছে। পলিথিন বা সিনথেটিক পণ্যের পরিবর্তে শতভাগ পাটপণ্য ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ বহুলাংশে কমে যাবে। এ ছাড়াও পাটচাষে পাট গাছের শিকড় ও ঝড়ে পড়া পাতা পঁচে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য ফসলের রোগ সৃষ্টিতে বাঁধা প্রদান করে। পাটচাষের পর ঐ জমিতে অন্য যে কোন ফসল চাষ করলে তুলনামূলক অনেক বেশি ফলন হয় এবং চাষি লাভবান হন। অর্থকরী ফসল হিসেবেও পাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমানে প্রতি কুইন্টাল ভালোমানের পাটের বাজার দর ৪৫০০/- থেকে ৫০০০/- টাকা। বাণিজ্যিকভাবে পাটখড়ি ব্যবহার করে চারকোল উৎপাদন করা হচ্ছে। পাট আঁশের পাশাপাশি চাষিরা সম্প্রতি পাটখড়ি বিক্রি করেও লাভবান হচ্ছেন। পাট পানীয়তে ব্যবহারযোগ্য পাট পাতা বিক্রি করেও অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বছরে প্রায় ৩০ লাখ টন পাটখড়ি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বন উজারের হুমকি হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও দেশে উৎপাদিত কাঁচাপাট আমাদের পাট শিল্পে প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাটকাঠি দিয়ে স্বল্প ব্যয়ে পেপার পাল্প তৈরী করা যায়। শিল্পখাত বিবেচনায় পাট শিল্প এখনো বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কাঁচাপাট প্রচলিত পাটপণ্য এবং বহুমুখী পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রায় ১০২৫.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে, যা মোট রপ্তানি আয়ের ২.৮০ ভাগ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের তুলনায় ৬.৫৬ ভাগ বেশী। পাট একটি শ্রমঘন খাত; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ এর সাথে জড়িত। উন্নতজাতের পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবন এবং পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ খাতে আরো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সুতরাং, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পরিবেশ রক্ষায় সোনালি আঁশ পাট অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন, বসতবাড়ি নির্মাণ এবং বহুমূখী ফসল উৎপাদনসহ নানাবিধ কারণে পাট চাষের উপযোগি উর্বর জমি এবং পাট পচানোর জন্য প্রয়োজনীয় জলাশয় ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। ভালো বীজের উপর যে কোন ফসলের মান বা ফলন ইত্যাদি নির্ভর করে। উপযুক্ত জমি এবং মানসম্মত পাটবীজের ঘাটতি পাট উৎপাদনে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট উন্নত পাটের জাত আবিস্কার করলেও দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৬৫ ভাগ পাটবীজ পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আমদানি করতে হয়। ফলে সময়মত মানসম্মত বীজের অভাবে অনেক সময় পাট উৎপাদন হুমকির মুখে পড়ে। টেকসই পাট খাত তৈরীর লক্ষ্যে চাষিদের পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাও জরুরি। পাট ক্রয় প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য পাট মৌসুমে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সংস্থা (বিজেএমসি) কর্তৃক চাষিদের নিকট হতে সরাসরি পাটক্রয় এবং যথাসময়ে পাটের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক। বহুবিধ যৌক্তিক সমস্যার কারণে বিজেএমসি এ কাজটি সময় মতো না করায় পাট ব্যবসায়ী ও পাটচাষিরা অনেক সময় পাটের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এজন্য সার্বিক পাটখাতের স্বার্থেই বিজেএমসি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পাটক্রয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন, পাটকলসমূহের প্রায় ৬০ বছরের পুরনো যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন এবং পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। জেডিপিসি'র আওতায় বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোক্তাগণ এ পর্যন্ত ২৮০ ধরণের অধিক পাটপণ্য উদ্ভাবন করে বিপণন করছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভজনক পর্যায়ে টিকে থাকার জন্য এসব পণ্য আরো আকর্ষণীয় ও গুণগত মানসম্পন্ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন উন্নত গবেষণা ও সংশ্লিষ্টদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বাজার সম্প্রসারণ করা। অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের বস্তা ইত্যাদি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে **'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০'** বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক পাটের 'জিনোম সিকোয়েন্স' আবিষ্কারের ফলে পাটের সোনালি ভবিষ্যতের হাতছানি ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট পলিমার বা সোনালি ব্যাগ, ভিসকস ও পাট পাতার ভেষজ পানীয়'র মতো প্রকল্পগুলো পাটখাতকে নিতে পারে উন্নতির উচ্চ শিখরে। নানাবিধ কারণে এখনো এসব প্রযুক্তির পুরোপুরি বাণিজ্যিকীকরণ করা সম্ভব হয়নি। এসব সম্ভাবনার নিবিড় নার্সিংসহ প্যাটেন্ট রাইটস ইত্যাদি বিষয়গুলো দ্রুত নিষ্পন্ন করে বাস্তবায়ন করা তথা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বিপণন প্রয়োজন। এ জন্য পাট খাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারির অংশগ্রহণ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে প্রণোদনা বাড়ানো দরকার।

পরিশেষে, পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সম্মিলিতভাবে তার যথাযথ বাস্তবায়ন। এতে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতি, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সোনালি আঁশের পুনর্জাগরণ এবং **'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'** এগিয়ে যাবে- আরো বহুদূরে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ ফাল্গুন ১৪২৫
০৬ মার্চ ২০১৯

বাণী

দেশব্যাপী তৃতীয়বারের মত ৬ মার্চ, ২০১৯ 'জাতীয় পাট দিবস' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজন বাংলার পাটচাষীসহ পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম ও অর্জনের অভূতপূর্ব স্বীকৃতি।

পাট দেশের ৩য় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। এ খাতে বর্তমান সরকারের চলমান পৃষ্ঠপোষকতা এর হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার এবং অধিক সমৃদ্ধশালী করবে বলে আস্থা রাখি। আমরা পাটকে ২০১৬ সালে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছি। 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন,২০১০' এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালা ইতোমধ্যে দেশের পরিবেশ রক্ষায় ও জনস্বার্থ সুরক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ১৯টি পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা পাট আইন,২০১৭ প্রণয়ন করেছি। ফলে দেশে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পাটখাতের সকল স্টেক হোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে। কৃত্রিম পলিথিনের পরিবর্তে আজ দেশে পাট থেকে পলিথিন সদৃশ পচনশীল ও পরিবেশবান্ধব সুন্দর 'সোনালি ব্যাগ' তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের পাটচাষীগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী। আমাদের মাটি পাট চাষের উপযোগী। সুতরাং আমাদের শ্রম, মেধা, গবেষণালব্ধ ফলাফল, পাটের বহুমুখী পণ্যের সম্ভার ও তার বাজার সম্প্রসারণ, সরকারি-বেসরকারি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পাটের সোনালি সময় পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করা। আমার বিশ্বাস, দেশের এই সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারে। আর এ কর্মযজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পাদনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হবে দক্ষ কারিগর।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস-২০১৯' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

৬ মার্চ ৩য় জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পাট চাষী, পাটপণ্য উৎপাদক, বিপণনকারী, পাট গবেষক, বিজ্ঞানী এবং শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনে বাংলার সোনালি আঁশের অন্যতম অধ্যায় রয়েছে। প্রধান অর্থকরী ফসল পাট থেকে আয়ের সিংহ ভাগ অর্থ চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে, বঞ্চিত হতো বাংলার দুঃখী জনগণ। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনঃনির্মাণে সরকার নিজ উদ্যোগে পরিত্যক্ত পাটকলগুলো চালু করে কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী দুঃসময়ের কালো ছায়া পাট শিল্প ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে এবং বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলে আন্তর্জাতিক বাজার।

বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনার সরকার পাট শিল্পকে রক্ষা, হৃত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা এবং আন্তর্জাতিক বাজার পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় পাট ও বস্ত্র ক্ষেত্রে সামান্য অবদান রাখতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। মৌলিক কিছু কাজ যেমন, 'পাট আইন ২০১৭' প্রণয়ন, ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবসের প্রচলন, “বাংলার পাট বিশ্বমাত” শ্লোগান নির্ধারণ, সোনালি ব্যাগ, ভিসকস, পাটের চারকোল, পাটপাতার পানীয়, পাট গবেষণা, বেসরকারি পাট শিল্পের বিকাশ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাজার দৃঢ়করণ ও সম্প্রসারণ, পাটকলের জমি পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও যৌক্তিক ব্যবহার, পাটকলের আধুনিকায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি। পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ফলে পাট চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট পণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখাও অন্যতম। বস্ত্র আইন প্রণয়ন করে বস্ত্র শিল্পকেও সুরক্ষা প্রদান এবং বাংলার ঐতিহ্য মসলিন এর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমও রয়েছে। এজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রণালয় এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সকলের সহযোগিতা পেয়েছি। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সরকার জাতির উন্নয়নে জাতীয় সম্পদ পাটকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাগুলোকে সক্রিয় করেছে এবং প্রাইভেট বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছে। সরকারের গৃহীত উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নব উদ্যোমে এগিয়ে যেতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সকল ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা অব্যহত থাকবে।

জাতীয় পাট দিবস সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মির্জা আজম, এমপি